Vol. 22 | No. 1 | 1978

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী হায়াৎ মাহমুদ বিরচিত হিতজ্ঞানবাণী

Volume	22
Issue	1
Year	1978
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন
Published online	December 1, 1978
DOI	10.62328/sp.v22i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i1.6
Pages	97-128
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কাজী হায়াৎ মাহমুদ বিরচিত হিতজ্ঞানবাণী

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

'হিতজ্ঞান বাণী'র লেখক কাজী হায়াৎ মাহমুদ। তাঁহার জন্ম হয় রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার ঝাড়বিশিলা গ্রামে আনুমানিক ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে। তাঁহার সমসাময়িক দুইজন বিখ্যাত কবির নাম পাওয়া যায়—১. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও ২. রামপ্রসাদ সেন।

কবি হায়াৎ মাহমুদ চারিখানা গ্রন্থ রচনা করেন—১. মহরম পর্ব বা জঙ্গনামা ২. আম্বিয়া বাণী ৩. সর্বভেদ বাণী ও ৪. হিতজ্ঞান বাণা।

হিতজ্ঞান বাণীতে ইসলামের আহকাম আরকানের কথা আলোচিত হইয়াছে। কবি আলাওলের তোহফার অনুরূপ গ্রন্থ হিতজ্ঞানবাণী।

কবি হায়াৎ মাহমুদের গ্রন্থ পূর্বে বাজারে প্রচলিত ছিল। কলিকাতার বটতলা হইতে ছাপা হইয়াছিল। অধুনা ঐগুলি দুষ্প্রাপ্য। কবি মযহারুল ইসলাম হায়াৎ মাহমুদের কাব্যের আলোচনা করিয়া ডক্টর অব ফিলসফি উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার সমগ্র রচনাবলীও প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি চট্টগ্রাম পটিয়ার অধিবাসী অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মূলগ্রন্থ খানা হায়াৎ মাহমুদের স্বহস্তে লিখিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মূল পুথির বানানের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

বন্দো নবী মহাম্মদ   যে হইল আহামদ
আহাদ হইতে উপাদান। ১
এক নূর দুই ঠাঞী   হইল পরম সাঞী
নূর মহাম্মদ সেহী জান॥ ২
তাহার নুরের তেজে   সৃজিল সংসার মাঝে
ফিরিস্তা আদম আদি সারা। ৩
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন   যত ইতি জনে জন
হুর পরী চন্দ্র সূর্য্য তারা॥ ৪
(আরশে) রাখিয়া গুপ্ত   কলিতে করিল ব্যক্ত
জন্মাইল আবদুল্লার ঘরে। ৫

ধন্য সে আয়মনা(বিবি) (সুখে) প্রসবিল নবী
রক্ত পুজ নাছিল শরীরে ॥ ৬
নির্ম্মল উজ্জ্বল তনু যেন গগনের ভানু
নিজ নূরে স্জিল খোদা। ৭
ভূমিষ্ট হইতে মাত্র সিজ্দা কৈল শাস্ত্র
তকবির কহিয়া উচচরায় ॥ ৮
ভয় পাইল দেবরাজ আচম্বিতে সভামাঝ
ছত্রভঙ্গ হইল তাহার। ৯
স্বর্গের উপর দেউ যাইতে না পারে কেউ
বন্ধ হৈল গগনের দ্বার ॥ ১০
প্রচারিল নিজ স্বরা দেহরা দেউল সারা
ভাঙ্গিয়া করিল ছারখার। ১১
তৌরেত ইঞ্জীল নিত পূর্ব্বের যতেক কৃত
দূর কৈল সেসব আচার ॥ ১২
যদি নবী না হইত স্বর্গ মর্ত্ত্য না স্জিত
তাহার প্রমাণ ·· ·· ·· । ১৩
প্রবন্ধ করিয়া সেতু উম্মত উদ্ধার হেতু
কলমা কোরাণ দিল ·· ॥ ১৪
যথা নবী থাকে যায় আচ্ছাদিয়া মেঘ ধায়
মাথার উপর ছত্র ধরি। ১৫
রবির কিরণ সঙ্গে প্রসঙ্গ না হয় অঙ্গে
রহে মেঘ মাথে ছায়া করি ॥ ১৬
অন্ন পানি খায় নবী শৌচে যায় দেখে সবি
নাহি তার মনের প্রকাশ। ১৭
সেহি ত খোদার ছাঞী কায়া আছে ছায়া নাঞী
যেমন ছায়ার ছায়া নাশ ॥ ১৮
রছুল জানিতে ·· পাথরে করিল গাছ
মুখের বচনে অহীক্ষণ। ১৯
পুষ্পপক্ষী পাতে পাত পাত প্রতি কলমা তাত
সেহি কলমা পড়ে পক্ষীগণ ॥ ২০
ঠারিয়া অঙ্গুলি দণ্ড চন্দ্র কৈল দুই খণ্ড
সর্ব্বলোকে দেখে বিদ্যমান। ২১
গগন ছাড়িয়া শশী নবীর আস্তিনে আসি
কৈল আতী বিবিধ ব্যাখ্যান ॥ ২২
বোরাকের পৃষ্ঠে চড়ি গেল সপ্ত স্বর্গ ছাড়ি
চক্ষের নিমিষে মেহরাজ। ২৩
খোদার দিদার করি পুনশ্চ আইল ফিরি
দীর্ঘ পথ পলকের মাঝ ॥ ২৪
কহে নবী এহি কথা সভাকে আসিয়া এথা
সে কথা জহুদ এক শুনি। ২৫
বোলে নবী মিথ্যা কয় মেরাজ নিকটে নয়
গেল আইল পলকে কেমনি ॥ ২৬
যাইতে এক মৎস্য নিল ঘরে যায়া স্ত্রীক দিল
বানায়া রান্ধীতে অহীক্ষণে। ২৭

স্বামীর বচনে নারী মৎস্য কুটে শীঘ্র করি
জহুদ চলিয়া গেল স্নানে ।। ২৮
ডুব দিল নিজ ঘাটে ভিন্ন একদেশে উঠে
নারী রূপে ঘাটের উপর । ২৯
তাকে ধরি একজন লয়া গেল সেহীক্ষণ
আছে তথাএ বার বৎসর ।। ৩০
তিন চারি পুত্র হইল আর দিন স্নানে গেল
সেহী ঘাটে নামিল পানিত । ৩১
ডুব দিয়া উঠে যবে পূর্ব্ব রূপ হইল তবে
নিজ স্থান দেখে অচম্বিত ।। ৩২
গৃহে য্যায়া দেখে ঝাটে সেহি মৎস্য নারী কুটে
বোলে এত ব্যাজ কি কারণে । ৩৩
নারী বোলে কোন ব্যাজ হৈল তিলেক মাঝ
এহি য্যায়া আইলা এখনে ।। ৩৪
জহুদ শুনিয়া ধন্ধ আপনাকে বোলে মন্দ
মিথ্যা নহে নবীর বচন । ৩৫
স্বরূপে খোদার মিত্র গেল আইল সত্য শীঘ্র
আমি নিন্দা কৈল অকারণ ।। ৩৬
নবীর আগে গে ধায়া অহী সভা দেখে যায়া
কহে শুনে অহী সব বাত । ৩৭
কহিল আপন কথা বিবরিয়া সব তথা
ধন্ধ হৈল শুনিয়া সভাত ।। ৩৮
নবীর আওলাদ ¨ বন্দো পদ সভাকার
আর বন্দো যতেক আউলিয়া । ৩৯
হেয়াত মামুদে গায় বন্দিয়া সভার পায়
কৃপা কর নকর বোলিয়া ।। ৪০

আহাদ এক বিনে আল্লা নাহিক দোসর ।
সৃজন কাল হেতু সেহী সর্ব্বেশ্বর ।।
আহাদ হইতে ¨ ¨ কৈল আহামদ ।
মিমাধিকে পুন সেহী কৈল মহাম্মদ ।।
আহাদ আহামদ দুই এক করি জান ।
মিমে মহাম্মদ শেষে কৈল উপদান ।।
স্বর্গেত সকলে জপে নাম আহাম্মদ ।
মর্ত্ত্যপূরে জপে লোক নাম মোহাম্মদ ।।
পাতালে মহম্মদ নাম জপে নাগগণে ।
এক মিমে তিন নাম হৈল ত্রিভুবনে ।।
এহিত মিমের মর্ম কি কহিব আর ।
বুঝিয়া লইবা গুরু জ্ঞানি থাকে যার ।।
আহাদ আহামদ এক মিমে ভিন্ন হয় ।
ত্রিভুবন সেহী মিমে ডুবিয়া আছয় ।।
আহাদ সৃজীল আহমদ নিজ নূরে ।
তার নূর দিয়া সৃষ্ট কৈল তদান্তরে ।।

মহাম্মদ মহাগুণ হাবিব খোদার।
সে নহিলে না হইত সয়াল সংসার।।
সংসারের সার সেহী নিদানের বন্ধু।
যাহার সফাতে পার হৈব ভবসিন্ধু।।
নবী নাও নবী ভাও নবী সে কাণ্ডার।
নবী বিনে গতি নাহি ভব তরী পার।।
আওয়ালে আখেরে নবী জাহির বাতিনে।
নবীবিনে গতী নাহি এই তিন ভুবনে।।
এক নূর ভাঙ্গী ‥ ‥ হৈল দুই ধাম।
প্রকটে করিল তার মহাম্মদ নাম।।
আমরা আহাদ কহি হিন্দু কহে আদ্য।
আহামদ কহি মোরা হেন্দুয় অনাদ্য।।
অনাদী নিধন হৈল নারায়ণ ‥‥‥।
আহামদে মোহাম্মদ হৈল ধন রক্ষী।।
বিচার করিয়া ভাই বুঝ ভালমতে।
একাক্ষরাধীক বিনে নাহিক দুহাতে।।
মিমে মহাম্মদ জান নারায়ণ নয়।
কদাচারে কৈল সেহী নয় কর্ম্ম হয়।।
সেহী নয় নারকী হইল হেন্দুয়ান।
মহামীমে মকবুল জন্মিল মছলমান।।
বিচারে হইল মছলমান শুদ্ধমতি।
আচারে হৈল হেন্দু নষ্ট পাক জাতি।।
যেজন স্থজিয়া অন্ন দেয় নিরান্তর।
তাহাকে না জানে পুজে মুরতি পাথর।।
মুক্তিনাম মহাম্মদ মুখে নাহি লয়।
বৈকণ্ঠে যাইতে নারে যদি মুনী হয়।।
হেন সে নবীর পর দরূদ সালাম।
চারি য়্যার সঙ্গে আর দ্বাদশ ইমাম।।
পীর মুরসিদের পায়ে বন্দগী সলাম।
কুরুসির মধ্যে আছে যত ইতি নাম।।
‥‥‥‥‥আদি তবকাত কাদীর।
‥‥‥‥‥যানোদার আছে কত পীর।।
সকলের পায় করি বন্দগি বিনয়।
হেয়াত মামুদে কহে কবির তনয়।।

।। ত্রিপদী ছন্দ ।।

শুন ভাই থাকি যথা ‥‥হইতে তথা
‥লোক বসতি করি না।
ঘোড়াঘাট সিরস্তানা বাগআর পরগণা
গ্রামখানি এ ঝাড় বিসিলা।।
সে গ্রামে আমার স্থিতি দুখ ভাবি দিবারাতি
কেহ নাহি জানে ‥‥‥।

নাবুঝে দীনের কথা কেমন হুকুম কথা
কিতাব কোরেনে নাহি চান ।।
েকারনে দেখি নিত অল্প অল্প যথোচিত
বিরচান দিনের কাহিনী ।
পুস্তকের সমাগতে ভাবিয়া আপনচিত্তে
নাম কৈন হিত জ্ঞানবানি ।।
বৃদ্ধ ভাবি অতি বিরচন এহি পুথী
সন এগার সওসাট্য সলে ।
পুড়িয়া ষুনিয়া সবে আশীর্ব্বাদ করে জবে
মোর গতি হয় অন্তকালে ।।
একদিন আগে পাছে অবশ্যে মরণ আছে
সবে দোয়া করিবে আমার ।
হেয়াত মামুদে ভণে নবির চরণ-বিনে
অধমের গতি নাহি আর ।।

······র

ষুন ভাই মছলমান হিতজ্ঞান বাণী ।
ষুনিলে পরম পুণ্য হয় মহাজ্ঞানি ।।
মছলমান কুলে জন্ম লভিল তোমার ।
বড়ই ষুভাগ্য জদি বুঝ ব্যাবহার ।।
জে-না জানে মছলমানি দিনের বৈভার ।
মছলমান নহে সেহী নাম মাত্র সার ।।
দোকান জাহার নাহি কে বলে দোকানি ।
মোছলমান নহে জে না জানে মছলমানি ।।
ইহা জানি বুঝ ভাই আপনার দিন ।
মুরসিদ ভজীয়া পাছে আত্মা কর···· ।
চীনিয়া ভজীবা গুরু জেজানে উর্দ্দীস ।
কহিতে না পারে অন্ধ পথে জে দিষ ।।
মুরশিদ সন্ধানে হৈনে বুঝায় বিহীত ।
উত্তম ঔসদে জেন রোগে করে হিত ।।
আগে সরিয়ত বুঝ পাছে তরিকত ।
আমাতে ধাইলে পাইবে মারেফত ।।
সরিয়ত গোড়া জ্ঞান বৃক্ষ তরিকত ।
হকাকত জন তার ফল মারেফত ।।
গোড় দিয়া চড় ভাই বৃক্ষের উপর ।
ডালে বসি খাহ ফল ভরিয়া ওদর ।।
গোড় দিয়া না ছড়িলে কে পারে চড়ীতে ।
হাথে নাহি পায় ফল খাইব কীমতে ।।
গোড়ে সে জোগায় সার ফল ধরে ডালে ।
গোড় বিনে বৃক্ষ নহে ফলে কোন কালে ।
ফল খায়া খান্ত হইয়া মত্ত হয় জদী ।
না রহে বৃক্ষের কার্য ডাল মূল আদী ।।
তে কারণে বোলি আগে বুঝ সরিয়ত ।

বিধির বিধায় জান ফরজ ·· ·· ।।
এক সত ত্রিষ জান ফরজ মহ·া।
ফারশী আছিন আমি করিন বাঙ্গ·া।।
হেয়াত মামুদে কহে কীতাবে জানিঞা।
মছলমান হয় জদী লইবে মানিঞা।।
ইতি—১৩০ মহলা লিক্ষতে।।

প্রথমে জানহ চারি কুরূসি নবির।
পঞ্চ নামে চারি নাম হইল সে স্থির।।
মহাম্মদ নবি বিন আব্দল্ল্যা আরব।
আব্দুল্ল্যা আরব বিন আবদুল মোতলব।।
আবদুল মতলব বিন আবদুল হাশীম।
জাহাতে হাসামী ······ ধরিন ইসিম।।
আবদুল হাসিম বিন ······ আবদুল।
এহি চারি কুরূসি জানিয়া নেহ সাফ।।
আরবি জোবানে বিন পুত্রকে বোলয়।
তাহার জানিবা সবে এহি অর্থ হয়।।
চারি মঝবের কথা জানহ এখন।
ফরজ মানিয়া মনে রাখিবা স্মরণ।।
ইমাম আজম আর ইমাম সাফেই।
আপন২ কৈল ··········· ।।
ইমাম আহমদ আর ইমাম মালিক।
আপন কৈল ··········· ঠিক।।
এহি চারি ফরজ ······ জানিবে।
অক্ষর ফরজ চারি ষুন কহি এবে।।
প্রথমে ধুইবে মুখ পরম যতনে।
জেমতে হুকুম আছে কীতাব কোরাণে।।
মস্তকের লোম হৈতে খুতড়ীর তলে।
একান ওকান তক পাখালিবে জ·ে।।
······ সমানে দুই হস্ত পাখালিবে।
তিন ভাগ মাথা ···· সমুখে মুছীবে।
খোটাইতে—দুই পাও ধুইবে নিদান।
অক্ষর ফরজ ভাই এহি চারি জান।।
তৈয় মুম করিতে ফরজ আছে তিন।
শুনহ তা·ার হেতু করে পানি বিন।।
চতুর্দ্দিগে তিন ক্রোষ জদী নাহি পানি।
জল তুলিবার কাবা না রহে রসনি।।
ব্যাঘ্র ডাঙ্গু মারে কাবা জাইতে পানিক।
জল পর সবে কাবা হয় রোগাধীক।।
এমত ২ দফা উপস্থিত করে।
পানি বিনে তৈয় ২ মুম কর ভাই তবে।।
তাহার বিধান ষুন জেমতে করয়।
প্রথমে নিয়তখানি পড়িবে নিশ্চয়।।

দুতীয় মারিবে হাথ মির্ত্তিকা পবিত্রে।
তাহা দিয়া মুখখানি মুছিবে ষুজোত্রে॥
পুনশ্চ মারিবে হাত মাটীর উপর।
তাহা দিয়া সন্ধানে মুছিবে এই কর॥
তৈয় ২ মুয়ে এহি তিন ফরজ জানিবে।
কলমা কালাম আদী কীচ্ছু না পড়ীবে॥
হেয়াত মামুদ কহে করির নন্দন।
সকলে রাখিবা মনে এসব বচন॥

গছলে ফরজ তিন ষুন তার কথা।
কেমতে গোছল ষুদ্ধ করে জেন জুথা॥
একে : মুখেত পানি দিবে তিন বার।
কুলি করি ফেলাইবে জেমত বেভার॥
দুতীয়ে নাশীকা ষুর্দ্ধ করিবে এমতী।
তিনবার জলাঙ্গুলি পরশীবে তথী॥
ত্রিতিয়ে সবাঙ্গে পানি দিবে তিনবার।
এক গাছী লোম জেন না বাচে দেহের॥
পরিধান বস্ত্র জদী বাচে এক ষুত্র।
পানিতে না ভিজে তবে রহে অপবিত্র॥
গোছলে ফরজ এহি তিন প্রয়োজন।
পঞ্চবিনা মছলমানি ষুনহ এখন॥
কনজরহ পঞ্চাক্ষর বিনা মছলমানি।
যে অক্ষরে জে বুঝায় ষুন তার বাণি॥
ক অক্ষরে কলমা কহিবে সাহাদৎ।
ণ অক্ষরে নমাজ পড়ীবে পঞ্চোখতে॥
দু অক্ষরে জকাত মালের দিবে দানে।
চল্লিষ ওকাত এক ধন অনুমানে॥
কদাচ তাহার তবে নষ্ট নহে ধন।
এমতী হিসাব করি দিবে প্রতী সন॥
র অক্ষরে রোজা রাখে মাহে রমজান।
হ অক্ষরে হজ্জ করে জায়া মক্কা স্থান॥
যাহার সামর্ত্ত রহে পথের সন্ধান।
সর্ব্বথা জাইবে সেহী .... ॥
বিশ মছলমানি এহি ফরজ পঞ্চম।
কে না জানে ইহাকে সে বড়ই অধম॥
কি মছলমানি অর্থী ...... মছলমানি।
এহি সে সভার মুল .... জানি॥
হৈয়াত মামুদে কহে করি পদবন্ধ।
জৈ করে এক পঞ্চ কর্ম্ম সর্ব্বত্রে আনন্দ॥

আহাকাম আরকান ত্রিয়োদষ কর্ম্ম।
সমাজে ফরজ সেহী ষুন তার মর্ম্ম॥
একেত পবিত্র হয় সরির আপন।
দুতীয়ে পবিত্র হয় অঙ্গের বসন॥

ত্রিতিয়ে পবিত্র হয় নামাজের স্থান।
চতুর্থে ছাপায় হাটু হেট পরিমাণ॥
পঞ্চমে নিয়ত করে নমাজে আপনি।
সষ্টমে চলিবে নমাজের অক্তখানি॥
সপ্তমে করিবে মুখ মকর্কা বরাবর।
অষ্টমে তকবির কহে আল্লাহু আকবর॥
নবমে দাড়ায়া পড়ে আল্বিষ না করে।
দসমে কেরাত পড়ে কোরানের ষুরে॥
একাদসে ·· ·· হয় পৃষ্ঠ কুব্জ করি।
হৃদয়ে ·· ·· দেয় মহল্বা উপরি॥
ত্রিয়োদসে ত্রিখী মত সেসাক্তে বইষে।
নমাজ হইতে পুন বাহির আইষে॥
আহাকাম আরকান এহি প্রয়োজন।
ইমামের সাত ছিত্ত ষুনহ এখন॥
আমন্ত বিল্বাক বোলে ছিকত ইমান।
সাত ছিপ্ত আছে তার বিধিধ্য বিধান॥
এমথ কহিন তাথে ইমাম আজম।
ইমানের সাত ছিপ্ত আছে দুই ক্রম॥
আমন ইমান এক জারে বোলে মুল।
দুতীয়ে তাহার ডাল বিস্তার বহুল॥
মুল হৈতে ডাল হয় তাথে বহু জাত।
মুলের মহীমা এক ডালে হৈ বাত॥
মছলা সমাজে সেহী কথা বাড়ে আতি।
পশ্চাতে কহিব ডাল মুল ষুন ইতি॥
প্রথমে ইমান আমী আনিল খোদায়।
এক বিনে দোসর সরিক নাহী তায়॥
দুতীয়ে খোদার আছে জতেক ফিরিস্তা।
ইমান তাহার পর আনিল সর্ব্বথা॥
ত্রিতিয়ে খোদার জত কীতাব আইল।
তাহাতে ইমান আমী সর্ব্বথা আনিল॥
চতুর্থে খোদার জত আছে পেগাম্বর।
ইমান আনিল আমী সভার উপর॥
পঞ্চমে আনিল রোজ ·· ·· ইমান।
সর্ব্বথা সে একদিন হইব নিদান॥
সষ্টমে ইমান আমি আনিল নিশ্চয়।
খোদার তকদীর নেকাবদী দুই হয়॥
সপ্তমে ইমান আমি আনিল ইহাতে।
উঠাইব জত মরা কবর হইতে॥
সপ্তমে ফরজ এহি ছিফত ইমান।
জে না পাবে ইহাকে সে নহে মছলমান॥

হেয়াত মামুদে কহে কবির নন্দন।
আর ফরজের কথা ষুনহ এখন॥
পঞ্চ অক্ত নমাজের ফরজ জানিবে।

তাহার নির্ণয় কথা ষুন কহি এবে।
প্রত্তুম বিহানে হয় সময় ফজর।
ওদয় নহীতে বিনি পড়ীবে সত্তর।।
ত্রিতিয়া প্রহরে হয় সময় জোহর।
সেষ চারি দণ্ডে হয় সময় আছ্র।।
সময় মগরিব হয় প্রথম সন্ধাতে।
চারি দণ্ড রাত্রাবধী আয়সা পশ্চাতে।।
এ পঞ্চ অক্তের পঞ্চ নিয়ত ফরজে।
তাহাক ফরজ জান ষুমারের মাঝে।।
ত্রিষ রোজা ত্রিষ নিয়ত ফরজ রমজানে।
সতর রেকাত আর বুঝ স্তানে ২।।
ফজরে ফরজ এই রেকাত জানিবে।
জহোর পুনশ্চ চারি রেকাত গণিবে।।
আছ্র সময় চারি মগরিবে তিন।
আয়সাতে আর চারি এহি .. .. ।।
এক সত ত্রিষ এহি মছ্লা ফরজ।
একে ২ নেহ গণি ধরিয়া কাগজ।।
মছ্লমান হয়া ভাই জানহ ইহাক।
জেনা জানে মছ্লমান কে বোলে তাহাক।।
নাম আছে গ্রাম নাহী মিরযা সে মণ্ডল।
ছালা আছে করি নাহি তার কীবা ফল।।
কিতাব কোরান পড়ী বুঝ দিসাইল।
হালাল হারাম আদী করতার .. .. ।।
এ পীর ওস্তাদ আদী মুরশীদ ভজয়া।
দিনের বেভাব জত .. .. ।।
তবে সে তোমার গতি হইব নিদান।
বিধীর বিধান জানি হও সাবধান।।
কীতাব না জান জদী পড় এহি পুথী।
হেয়াত মামুদে ভণে মধুর ভারথী।।

ছিফত ইমান পুন ষুনহ ব্যাষান।
মুলের কহিল পূর্ব্ব ডাল এবে জান।।
মুলের মহীমা এক ডালে বহু বাত।
সেই সব ষুন এবে বিবরণ জাত।।
প্রথমে ইমান আমি আনিল খোদায়।
এক বিনে দোসর সরিক নাহী তায়।।
জদি সে হইত দুই নাম নৈরাকার।
না রহিত ভুমণ্ডল এমত আকার।।
ত্রিভুবনে জত আছে অসংখ আপার।
শ্রীজুন পালন হেতু সেহী সভাকর।।
তাহার সমান আর নাহি অন্য জন।
স্ত্রিয়ো জত্র নাহী তার স্বয়ন ভোজন।।
হেলায় শ্রীজনে সেহী এ তিন ভুবন।
আপনে সে নহে নাথ কাহার শ্রীজন।।

দোষ লেষ নাহী তার সদায় পবিত্র।
পাপ অপরাধ নাহি নির্ম্মল চরিত্র॥
কে আছে তাহাকে বিনাসিতে পারে দণ্ডে।
জে নাহী করিতে পারে জদী কছে ডুণ্ডে॥
পুর্ব্বজে হুকুম কৈল সময় উৎপত্তী।
তাহাতে অধীক গুণ নহে এক রত্তী॥
সকলি করিতে পারে আপনার সক্তী।
প্রয়োজন নাহী কেহ দেয় বল মুক্তী॥
জেহী চাহে সেহী করে পলকের মাঝে।
জেহী কহে সেহী হয় অচার অব্যাকে॥
বেচু বেচে গুনা সেহী নহে কোনমত।
বেমিছিল বেনমুনা কে পাইবে তত্ত॥
প্রাণ নাহি জায়ে সদা নাথ নৈরাকার।
সর্ব্বকাল আছে স্তান স্তিতী নাহি তার॥
কহিতে না পারে কেহ থাকে কোন ঠাঞী।
জথা দেখ তথা আছে পরম গোসাঞী॥
সর্ব্বময় হয়া আছে সর্ব্বত্রে মিশীয়া।
পুষ্পের ভিতর জেন ষুলন্দী লুকায়া॥
মেহন্দীর পত্র হেন কর অনুমান।
তাহার ভিতর রাঙ্গা থাকে কোন স্তান॥
সেহী মতে জান ভাই নাথ নিরাঞ্জন।
সর্ব্বত্রে মিশীয়া আছেন নাহী দরসন॥
জাতের মহীমা তার কে কহিতে পারে।
জে জাতের আগে বাত নাহীক সংসারে॥
নিশ্চয় জানহ ভাই সৈহী ব্রহ্মজ্ঞান।
মুরশিদ ওকায়া চান এলাম নিসান॥
হেয়াত মামুদে কহে নবির ফরমান।
প্রথম ইমার, এহি ছিফত ব্যাক্ষান॥

তিলে ২ আছে দেখি কার কত আই॥
ষৃজনের আই সেষ জদী সে দেখায়।
.. .. পাঠায়া প্রাণ জতনে হরয়॥
জদী মহাপাপী হয় দুর্জ্জন পাঠায়া।
নানা বিড়ম্বনে প্রাণ হরে দুঃখ দিয়া॥
হেয়াত মামুদে কহে দেখিয়া কীতাবে।
দুতীয়ে ইমার এহি ছিফত জানিবে॥

ত্রিতিয়ে খোদার জত—কীতাব আইল।
নিশ্চয় তাহার পর ইমান আনিল॥
সকলি সে সত্য হয় সরূপ সর্ব্বথা।
খোদার কীতাব সব নহে সে অন্যথা॥
চারি পেগাম্বর আইল এ চারি কীতাব।
দিনীইন আদী জাথে সকল প্রস্তাব॥
তৌরেত কীতাব আইল মুছে পেগাম্বরে॥

ইশান্তি জবান সেহী ষুন সৰ্ব্ব নরে।
ইঞ্জীল কীতাব আইল ইছে বরাবরে॥
উরানি জবান সেহী কহীল তোমারে॥
জুবুর কীতাব আইল দাওদের তরে।
ষুরানি জোবান সেহী রাগ ষুর জারে॥
মহাম্মদ স্তানে আইল কোরাণ আখেরে।
আরবী কোরাণ সেহী বিদিত সংসারে॥
মহাম্মদ মহাগুণ পাইল তাহার।
জানিঞা পূর্ব্বের নিত সেহী হৈল সার॥
এহী চারি কীতাব আইল সর্ব্বথায়।
আর এক সত আইল এ চারি সেত্তায়॥
পঞ্চাষ কীতাব তার আইল সিষস্তানে।
আর ত্রিষ আইল তার ইদ্রিষ সদনে॥
ইব্রাহীম দস তার আর দষ মুছে।
পুনশ্চ আইল তাখে তৈরেতের পাছে॥
এহি সব কীতাব আইল করতার।
সকলি সরূপ হয় মানিল তাহার॥
হেয়াত মামুদে কহে দেখিয়া কীতাবে।
ত্রিতিয়ে ইমার এহি ছিফত জানিবে॥

চতুর্থে খোদার জত আছে পেগাম্বর।
ইমান আনিল আসি সভার উপর॥
হজরত আদম পুর্ব্ব হৈল উপদান।
সর্ব্ব সেষে মহাম্মদ হইল নিদান॥
আদমের বংসে নবি হইল আপার।
সাস্ত্রে লেখে এক লক্ষ চব্বিস হাজার॥
তথাপী এমত কথা না যায় কহন।
কি জানি অধীক গুণ থাকে বা কখন॥
এমত কহিলে হয় অপরাধ সাস্ত্রে॥
ইমান আনিতে হয় সকল একত্রে।
তকারনে বোলি জত ছিল পেগাম্বর॥
ইমান আনিল আসি সভার উপর।
জত পেগাম্বর নবি হইল খোদার॥
তিন সত তের ছিল রছুল তাহার॥
জীবরিল নিকটে তার সদায় আশীত।
আর সব নবি ছিল পেগাম্বর জত॥
কীতাব না আইল তাখে না আইল জাবারিল।
ত কারনে হৈল তাখে রছুল ফাজীল॥
তিন সত তের মধ্যে ইহার নিদান।
ছয় পেগাম্বর ছিল সভার প্রধান॥
একে ত আদম ছফা মানব প্রধান।
জাহাতে মানরা সব হইল উপদান॥
আদমের বাম অঙ্গে হাওা জনামিল।

স্ত্রি পুরুস সেহী দুই প্রথম হইল ।।
· · · · · · ভিতর থাকে আনন্দে সদায় ।
গোম খাইতে নিষেদীল তাহাকে খোদায় ।।
একদিন খায় গোম ইব্লিসের চক্রে ।
মহীতনে দুহাকে ফেলায় সেহী ছিত্রে ।।
ইব্লিষ আঙ্গীরে গোম মত্তর ভুজঙ্গ ।
জয়তুনের দণ্ড লয়া পড়ে এক সঙ্গ ।।
স্তানে ২ পড়ে সব হয়া অচেতন ।
হাওা না দেখিয়া কান্দে আদম সঘণ ।।
জাবরিল আসিয়া তাখে রমণ সিখায় ।
গনিয়া সে সাস্ত্র তবে হাওা লাগী পায় ।।
আনন্দে থাকে দুহে পৃথিবি মাঝার ।
গর্ভবতী হৈল হাওা চারি দষ বার ।।
প্রতী গর্ভে পুত্র কন্যা জোড়ে ২ হয় ।
সেহী কন্যা পুত্রে বিভা জোড়াভঙ্গে দেয় ।।
গোম হৈতে সর্ব্ব সষ্য শ্রীজন খোদায় ।
সেহী সষ্য উপার্জ্জীয়া ষুখে বসী খায় ।।
প্রথম করিল ক্রসি হজরত আদম ।
আপনে বহিছে হাল পুরুস উত্তম ।।

দুতীয়েতে বহুলজা আদম নন্দন ।
জাহাজ সমুদ্র হৈল জাহাতে শ্রীজন ।।
নহুর তনয় আদী উন্নত বিস্তর ।
ছাড়িয়া আপন দিল হইল কাকর ।।
তাহা দেখি বহুলজা কৈল মনাজাত ।
মারিয়া এসব লোক করহ নিপাত ।।
অহীক্ষণে জাব্রাইল পাটাইল নাথে ।
নহুকে সিখায় আসি জাহাজ গটীতে ।।
আশ্বী গজ উচ্চে কৈল প্রস্তে চারি সত ।
দির্ঘাকারে হৈল জেন দেখিতে পর্ব্বত ।।
ইহার বিশেষ কথা কহীবে জতেক ।
পুস্তক বাহুল্য হয় লেখিলে তাতেক ।।
জাহাজ নির্ম্মায়া তবে নহু পেগাম্বর ।
মছলমান লয়া চড়ে তাহার উপর ।।
জোড়ে ২ তোলে সব জন্তু আর পক্ষী ।
সপ্ত আদি তোলে সব তাহা কত লেখী ।।
অচম্বিতে আখা হৈতে উঠে তপ্ত পানি ।
চালনির ছেদা কেন হইল মেদনি ।।
· · · · করিয়া মেঘ বরিষে সঘন ।
বহীতে লাগিল উনপঞ্চাষ পবন ।।
জাহাজ ভাশীল জলে দেখিতে ২ ।
এ গাছ পর্ব্বত সব ডুবিল পানিতে ।।
ছয়মাস বরসিতে লাগে নিরন্তর ।

আকাষ প্রমাণ জল হইল বিস্তর ।।
মরিল কাফীর সব পানিতে ডুবিয়া ।
কথো মসলমান জেন জাহাজি ।।
বিষ্ঠার দুর্গন্ধে নহু কাতর বদন ।
নাথ নিরঞ্জন স্বরে করিব কেমন ।।
অহীক্ষণে সর্গ হৈতে আইল আওজ ।
গজ ষুণ্ডে দেহ হস্ত সির্গ হবে কাজ ।।
সেইখনে বহলজা যুনিয়া আওাজ ।
ষুণ্ডে হস্ত দিল তবে হাচে গজরাজ ।।
ষুণ্ড দিয়া বাহীরায় ষুকর তাহার ।
সাক্ষাতে জন্মিল জেন গজের আকার ।।
জাহাজের বিষ্টা সেই করিল ভক্ষণ ।
ইবলিষ দেখিয়া তাহা করিছে কেমন ।।
ষুকরের নাকে সেহী ঝাটে দিল হাত ।
তাহার হাচাতে মুষ জর্ম্মীল পশচাত ।।
জাহাজ কাটীতে মুষ লাগে ততক্ষণ ।
নহু দেখি পুনরূপী স্বরে নিরাঞ্জন ।।
জাহাজ কাটীলে মুষ ডুবিয়া মরিব ।
ইহার উপায় বোল কেমনে তরিব ।।
আরবার সেহী খনে আইল আওাজ ।
ব্র্যাঘ্র নাকে দেহ হস্ত না করহ ব্যাজ ।।
এ কথা ষুনিয়া সিগ্র নহু পেগাম্বর ।
বাঘের নাকেত জায়া দিল নিজ কর ।।
বাঘের হাতাতে তবে বিছাল জন্মিল ।
ধরিয়া সকল মুষ খাইতে লাগিল ।।
লুকায়া রহিল কথো বিড়ালের ভয় ।
ষুকর বিড়াল মুষ এহি মহে হয় ।।
ছয়মাস গতে তবে মুক্ত হৈল দেও ।
পাতালের ঝোরা জত বন্দ হৈল সেও ।।
খোদার হুকুমে পানি লাগে ষুখাইতে ।
আর ছয় মাস হইল বাটীতে ২ ।।
জথা এবে আছে কারা পৃথিবির মাঝ ।
সাত পাক দিয়া তথা বশীল জাহাজ ।।
জাহাজ ঠেকীয়া ভূমে রহীল তথায় ।
নামিতে না পারে কেহ পানি না ষুখায় ।।
জাবরিল আশীয়া তবে নামে মিত্তিকাত ।
সপ্ত স্তানে সপ্তবার মারে পদঘাত ।।
এ সপ্ত সমদ্র হয়া জল নামে তথী ।
টানিঞা সকল পানি স্খাইল পৃথি ।।
একে একে জাহাজ হইতে নামে সবী ।
পুনর্ব্বার সষ্য ক্রসি করে বদু নবি ।।
ত্রিতিয়েতে এবরাহীম খলিল খোদার ।
আজরের ঘরে জর্ম্ম হইল তাহার ।।
পাশনের মুর্ত্ত সেহী ষুন্দোর গড়ায় ।

কতেক আপনে পুজে কতেক বিকায় ।।
জত মুর্ত্ত দেখ সব তাহার নির্ম্মান।
পৃথিবিতে কর্ম্মি নাহী আজর সমান ।।
নমরূদ রাজার সেবা করে দিবা রাতী।
তাহাকে খোদায় করি জানে পুর্ণমতী ।।
একদিন আছে সেই নমরূদ বশীয়া।
তাহাকে কহিল এক পণ্ডিত আশীয়া ।।
তিন দিন মধ্যে এক জন্মিবে এবাত।
তোমাকে মারিয়া রাজ্য করিব নিপাত ।।
একথা যুনিয়া কহে নমরূদ রাজায়।
তিন দিবা রাতি কেহ সঙ্গম না জায় ।।
খোদার করনি কভু না হয় অন্যথা।
আজরের নারি কামে হইল উখতা ।।
নিসা ভাগ রাত্রে জায় নমরূদের পুরী।
নিন্দে পড়ি গেল সব দ্বারের প্রহরি ।।
রাজার সিয়রে আছে আজর দাড়ায়া।
স্বামী সহে কাম চেষ্টা তথা পায় জায়া ।।
পুনরূপী গেল চলি আপনার ঘরে।
জন্মিলে খলিল খোদা তাহার উদরে ।।
দিনে ২ বাড়ে গর্ব্ভ দেখিয়া ভাবয়।
জদী পুত্র হয় রাজা মারিব নিশ্চয় ।।
দসমাস গত তবে হয়া স্তানান্তর।
বনে জায়া প্রষবিল খন্দক ভিতর ।।
ছাওাল হইল অতি দেখিতে ষুন্দোর।
সর্ব্বাঙ্গ সরির জেন জলে দিবাকর ।।
বসনে রাখিয়া মাও পলাইল ঝাটে।
জাবরিল আসিয়া রহে তাহার নিকটে ।।
এক অঙ্গুলে দুগ্ধ আল্যা শ্রীজীল তাহার।
আর অঙ্গুলে মধু সেহী লাগে চুশীবার ।।
সেহী দুগ্ধ মধু চুসি খায় সর্ব্বক্ষণ।
ছাওালে অঙ্গুলি এবে চোষে তকারণ ।।
সপ্তাহ করিয়া মাও দেখে জায়া তারে।
পবিত্র করিয়া অঙ্গ পুন জায় ঘরে ।।
এহি মতে সপ্ত মাষ হৈল সমাধান।
খলিল পুছীল তবে মাও বিদ্বমান ।।
কে তোমার খোদা মাও কহ মোর ঠাঞী।
আজর আমার খোদা অনু দেয়ে জাঞী ।।
আজরের খোদা মাও কহ কোন জন।
নমরূদ তাহার খোদা জে করে পালণ ।।
নমরূদের খোদা কেবা কহ মাও সত্য।
নমরূদের খোদা বহু পাথরের মুর্ত্ত ।।
মুর্ত্তের কে খোদা মাও মোরে সেহী বোল।
তার খোদা গগনের নৈক্ষেত্র সকল ।।
নৈক্ষেত্রের খোদা মাও বোলেহ কাহারে।

তাহার উত্তর দিতে পুনচচ না পারে ।।
লজ্জা পায়া আপনার ঘরে গেল চলি।
স্বামির সহিতে জায়া কহিল সকলি ।।
আজর ষুনিয়া তাখে আনাইল ঘরে।
গৌরব করিয়া কহে পুত্র বরাবরে ।।
রাজা বিনে আর খোদা নাহিক আমার ।।
পাথরের মুর্ত্ত দেখ ঈশ্বর জাহার ।।
এবরাহিম বোলে বাহু এ নহে স্বুগতী।
সর্গমর্ত্ত চন্দ্র ষুর্য্য দেখ জত ইতী ।।
সকলে শ্রুষ্টপতী নাথ নিরাঞ্জন।
তাহাকে ছাড়িয়া পুজ মুর্ত্ত অকারণ ।।
ভাঙ্গিয়া ফেলাব আমি এ সব মুরতী।
অবস্যে দেখিবা জত করিব দুর্গতী ।।
আজর একথা ষুনি পড়ীল ভাবর্ত্তে।
না জায় মুরতী ছাড়ি রাজার অগ্রতে ।।
কথো দিনান্তরে তবে পুত্রকে বোলিয়া।
রাজার সাক্ষাতে গেল আজর চলিয়া ।।
সাবকাষ পায়া এথা খলিল খোদার।
কুড়াল লইল হাথে মুর্ত্ত ভাঙ্গীবার ।।
মণ্ডপের ঘরে জায়া সত্বরে সামায়।
জত মুর্ত্ত ছিল সব ভাঙ্গীয়া ফেলায় ।।
কাহার কাটীল মাথা কার হাত পাও।
নাক কান কাটী কার হরিল সোভাও ।।
প্রধান মুরত এক পা কাটীল তারে।
কুড়াল রাখিল তার কন্দের উপরে ।।
ভগ্ন মুর্ত্ত জত এবে দেখ পৃথিবিত।
খলিলের হাতে সব হয়াছে খণ্ডিত ।।
ইবলিষ দেখিয়া তবে এসব দুর্গতী।
নমরূদের স্তানে জায়া কহে সিগ্রগতী ।।
আজরের পত্রু হৈল এব্রাহিম নবি।
তোমার খোদাক জায়া ভাঙ্গীল সে নবী।

নমরূদ আজর আদী ষুনিয়া সভায়।
ক্রুধে কম্পমান হয়া মারিবার ধায় ।।
খলিলের স্তানে জায়া কহে নরপতী।
আমার খোদার তুমি করিহ দুর্গতী ।।
খলিল তাহাকে বোলে নাহী ভাঙ্গী আমি।
প্রধান মুরতী আছে তাখে পুছ তুমি ।।
রাজা বলে মুর্ত্ত কথা কহীছে কখন।
তাহাকে পুছীলে তও পাইব কেমন ।।
এব্রাহীম বোলে জদী কথা নাহি কয়।
অকারণে পুজা কর খোদা সেহী নয় ।।
অনুমানে বুঝে সব ভাঙ্গি ইহার।

পুড়িয়া মারিতে তাখে চিন্তীল উপায়।।
চারিদিগে পাচা দিয়া কৈল উচচতর।
ভারে ২ খড়ি দিল তাহার ভিতর।।
সতগজ উচচ কৈল জোজন ক্ষুড়ীয়া।
ভারে ২ তৈল্য দিল তাহাতে ঢাড়িয়া।।
খলিল খোদাকে তবে বান্ধিল সভায়।
অগ্নী দিয়া কুণ্ড মধ্যে ফেলাইতে চায়।।
তুলিতে না পারে কেহ বলের সকতী।
আজর দেখিয়া পাছে ধরে জায়া তথী।।
পীতাকে দেখিয়া লাজে খলিল তখন।
পাতল হইল আতী ফেলে গোছাষন।।
আকাষ প্রমাণ অগ্নী উঠিল জলিয়া।
সকলে জানিল ছাই হইল পুড়িয়া।
খলিলের অঙ্গে অগ্নী কদাচ না ধরে।।
কেবল বন্ধন গোলা সেহী মুক্ত করে।।
জাবরিল আনিয়া পাঠ বসাইল ঝাটে।
দুইজনে কহে কথা বশী এক পাটে।।
খোদার হুকুমে অগ্নী নিভে ততক্ষণ।
পোড়া কাষ্ট সাখা মেলি হৈল পুষ্পবন।।
নমরূদ দেখিয়া মানে না ভাবিল আন।
পুনশ্চ যুঝিতে সাজে পায়া অপমান।।
লেখা জোখা নাহী তার জত সৈন্যসেনা।
খলিল খোদার মাত্র আছে এক জনা।।
খোদার হুকুমে আসি জঙ্গলের মোসা।
খলিলের সেনা হয় মারিতে দুর্দশা।।
নাকের ভিতর মোসা আচম্ভিতে জায়।
মাথার মগজ খায়া মারিয়া ফেলায়।।
জার নাকে জায় মোসা—মরে অহীক্ষণ।
নমরূদ সহীতে সেনা মারে জনেজন।।
চমৎকার হৈল সবে দেখিয়া অদ্ভুত।
দিন প্রচারিল তবে আজরের ষুত।।
দেউল দেহরা ভাঙ্গী কৈল ছারখার।
আপণ কলমা দিন করিল প্রচার।।
মক্কা দেষে নির্ম্মাইল বিধাতার স্থান।
তথাতে নমাজ পড়ে লয়া মছলমান।।
হাজারা ওদার হৈল ইছ্মাইল বালা।
তাহাকে ক্রবানি দিল নামে খোদায়তালা।।
ক্রবানির সেহী নিত অদ্যাপী আছয়।
কাহবাতে করিলে হজ্জ হাকা সেহী হয়।।

চতুর্থ প্রধান মহা কলিম অল্লার।
কোহ ওরে পায় সেহী খোদার দিদার।।
ষুচাগ্র প্রমাণ বিন্দে দিপ্ত হৈল নুর।
তাহাতে পুড়ী ঝাঞী হৈল কোহতুর।।

পোড়া গেল তুরসিলা মাঙ্গে অব্যাহতী।
দিদার মাইল মুছে মোর কাবা গতী।।
আওাজ আইল তোঘে করিল মুক্রমা।
ক্ষতী মুক্তী হইব জে দেয় তোমা।। ১৭

পঞ্চমে প্রধান ইহা মরয়ম নন্দন।
বিনমানো বিবী তাঘে করিল শ্রীজন।।
বাসরে বন্দগী সদা করে মরিয়ম।
বাহীর না হয় বিনে সময় নিয়ম।
ফিরিস্তা আনিয়া অন্ন দেয় তার ঠাই।
সেহী অন্ন খায়া করে বন্দগী সদাই।।
পূর্ব্বজা বিধান জবে পাইল আদম।
ধড়ে প্রাণ জাইতে মাত্র হাছান প্রথম।।
তাহার হাচাতে মুখে কফ বাহিরায়।
জাবরিলের স্তানে তাঘে রাখিল খোদায়।।
একদিন সেহী কফ জাব্রাইল লয়া।
খোদার হুকুমে দেয় মরয়মেক জায়া।।
কফ লয়া মরিয়ম দেখে একমনে।
আচম্ভিতে মুখে জায়া পড়িল আপনে।।
উদরে পশীয়া কহে খোদা এক জানি।
আমী ইছা বান্দা তার জন্মিল এখনি।।
অষ্ট মাস গতে তবে ভুমিষ্ট হইল।
বিনপপে হৈল ইছা সংসারে জানিল।।
পেগাম্বরি পদ তাখে হইল খোদার।
জহুদ ফারঙ্গী সব উন্নত জাহার।।
সঙ্গবাসী হৈল সেহী সবির সহিত।
দজ্জাল বধীব সে যে নামিয়া ভুমিত।।
কাব্যার উপর আশী দুই পাও দিয়া।
সেড়ী আনি নামাইতে কহীব ডাকিয়া।।

সপ্তম প্রধান নবি মহাম্মদ জান।
ত্রিভুনে নাহি কেহ তাহার সমান।।
প্রধানের প্রধান সে সভার ফাজীল।
জাহার নিকটে সদা আইল জাবরিল।।
খোদার পরম সখা প্রধান সভার।
জাহার প্রেমের হেতু শ্রীজীল সংসার।।
কে কহীতে পারে তার জাতেক মহীমা।
খোদার আরসে লেখে জাহার কলমা।।
পেগাম্বর আদী জত সভার ইমাম।
ছৈয়দী পাইল আর খোদার কালাম।।
আওলিয়া আম্বীয়া আছে খোদার বেহদ।
সকলের সির মণি নবি আহাম্মদ।।

নবি সে পরম ধন সংসারের সার।
জাহার সফাত বিনে নাহি প্রতীকার॥
আওলে আখেরে নবি জাহীর বাতিনে।
নবি বিনে গতি নাহি এতিন ভুবনে॥
হৈয়াত মামুদে কহে কবির তনয়।
চতুর্থ ইমার এহি ছিফত বোলয়॥

পঞ্চমে আনিল রোজ ক্যামতে ইমাম।
সর্ব্বথা সে একদিন হইব নিদান॥
হিসাবের দিন সেহী বড়ই কঠিন।
পঞ্চাষ হাজার সনে হবে একদিন॥
সেদিন হইবে ষুর্য পশ্চীমে উদয়।
আর সে ডুবিতে নাহী জাবত প্রলয়॥
চতুর্থ গগনে ষুর্য্য থাকিয়া এখন।
পৃষ্ট্রে রৈদ্র দেয় সেহী না হয় সহন॥
প্রতী গগনের উচচ সাস্ত্রে হেন জান।
পঞ্চ সত বৎসরের পথ পরিমান॥
চারি সর্গ হৈল তবে চারি পঞ্চ সত।
প্রতী সর্গ পৃষ্ট তার জান এহী মত॥
তথা থাকী পৃষ্টে এবে রৈদ্র দেয় রবি।
সেহী তাপে বিকলিত হয় নর সবি॥
প্রলয়ের দিন ষুর্য্য ছাড়িয়া গগন।
লেজা পরিমানে আনী করিব তাপন॥
মুখে রৈদ্র দিব আতি বিসম তাড়নে।
মাথার মগজ গলি পড়ীব চরনে॥
বিষম ষুর্য্যের তাপ সহীতে না পারি।
আকুল হইব লোক পরিত্রাহী করি॥
পুণ্যবান হয় জেবা তাখে হবে ছায়া।
আনন্দে থাকীব সেহী ছায়াতে দাড়ায়া॥
সেহী দিন কাজী হয়া নাথ নৈরাকার।
রতী ২ হিসাব লইব সভাকার॥
সকলের পত্র দেখি নাথ নিরঞ্জন।
একে ২ বিচার করিব জনে জন॥
কেরামন কাতিব জেহী পত্র দিব লেখি।
হস্ত পদ চক্ষে তার দিব সব সাখি॥
প্রতী অঙ্গে নিজ কাজ কহীব আপন।
জাক দিয়া করিয়াছ জে পাপ জখন॥
তারাযু ধরিয়া তবে মিকাইল আশী।
তৌলাইব পাপ পুণ্য সকলের বলী॥
পশ্চাতে করিব তৌল মহাম্মদ নবি।
একদিগে বশীব সে আরদিগে সবী॥
তথাপী নহীব সবে নবির সমান।
ধন্য ২ বোলি আতী হইব ব্যক্ষান॥

এ চারি মিম্বর তবে নির্ম্মায়া তথাত।
বসাইব চারিজন ইমাম তাহাত।।
ইমাম আজম আর ইমাম সাফেই।
ইমাম মালিক আর আহম্মদ সেই।।
এহি চারি ইমামের স্থানে নিরাঞ্জন।
বিচারের কথা জীজ্ঞাসিব ততক্ষন।।
তোমরা সংসারে জেন করিছ বিচার।
কহ সেহী মতে আমি করি প্রতীকার।।
জে মত করিছে তারা সেহী দিব কয়া।
ইনসাফ করিব তবে আপে কাজী হয়া।।
জেমত জাহার পাপ করিব মন্ত্রনা।
জমদুতে ধরিয়া করিব বিড়ম্বনা।।
আগুনের চর্ম্মডাঙ্গে মারিব বান্দীয়া।
ফেলাইব পাপী গন দোজখে ধরিয়া।।
নানা জাতি বিড়ম্বনা দোজখ মাঝার।
পুস্তক বাহুল্য হয় লেখিলে তাহার।।
দোজখ ভরিয়া আছে জত জন্য ক্লেষ।
ষুনি তেহী উড়ে প্রান জেবা হৌক সেষ।।
জে করিছে ধর্ম্ম কর্ম্ম আনন্দ তাহার।
নবির সফাতে জাবে ভিস্তের মাঝার।।
ভিস্ত ষুখভোগ তাখে দিব বিধাতায়।
থাকীব ভিস্তের মাঝে আনন্দে সদায়।।
হেয়াত মামুদে কহে হও সাবধান।
পঞ্চম ইমার এহী ছিফত বয়ানি।।
সপ্তম ইমান আমি আনিল নিশ্চয়।
খোদার তকদীর নেকাবদী দুই হয়।।
নেকাবদী দুই হয় করনি খোদার।
এ ভিস্ত দোজখ তেন শ্রীজন তাহার।।
ইহা জানি মনে হেন না কর গুমান।
খোদার শ্রীজন দুই একহী সমান।।
আজাব সন্তাব তবে হবে কী কারণ।
ভিস্তে কেহ জাবে কেহ দোজখ ভুবন।।
ইহার প্রমাণ ষুন সাস্ত্রের বিচার।
নেকাবদী তোমা সাধ্য জে কর তাহার।।
কারো আগে দিন জেন দুই ভাণ্ড কেহু।
এক ভাণ্ডে বিষ তার ভাণ্ডে মহু।।
দুই ভাণ্ড থুইয়া আগে বাতাইল দিষ।
এনা ভাণ্ডে মধু সর্ত্ত এনা ভাণ্ডে বিষ।।
বিষ খাইলে মরীয়া জাইবা এহিক্ষন।
মধুপানে মিষ্ট পাপে খাহ জেহীমন।।
সেজনার সাধ্য জেন খাইতে তাহার।
জেহী ইচ্ছা সেহী খায় সাধ্য আপনার।।
এহীমতে নেকাবদী শ্রীজীয়া খোদায়।
জাহার যে দোষগুন কহিছে সভায়।।

এখন নবের ইচ্ছা জে করে জে কাজ।
নেকাতে খোদায় রাজা বদীতে নারাজ ।।
জে বোলে খোদায় আছে বদী কর্ম্মে রাজী।
সে বড় কাফীর হয় সের কাটে কাজী ।।
হেয়াত মামুদে কহে ষুন মছলমান।
সপ্তম ইমার এহি ছিফত ব্যাক্ষান ।।

সপ্তমে ইমান আমি আনিল ইহাতে।
উঠাইব জত মরা কবর হইতে ।।
জলে স্থলে জত মরা পড়ীয়াছে জথা।
ধরিয়া পূর্ব্বের রূপ উঠাব সর্ব্বথা ।।
যে রূপ জাহার মৃত্ত হয়াছে জে স্তানে।
সেহী রূপ ধরিয়া সে উঠিব নিদান ।।
সত্য ত্রিতিয়া দুয়াপর কলি কালে।
চারিযুগে মরিয়াছে জতেক সয়ালে ।।
দেব দৈত্ত্য পরীগন মানব জীগন্ত।
উঠীব প্রলয় কালে সব আদী অন্ত ।।
আপন ২ পত্র ফরানির লয়া।
হিসাবের স্তানে সব দাড়াইব জায়া ।।
গোপ্ত ব্যক্ত পাপ পুন্য করিছে জতেক।
সকলি তাহাতে লেখা আছে একে এক ।।
বিচার করিয়া পত্র নাথ নৈরকার।
তৌলাইব পাপ পুন্য ফিরিস্তা খোদার ।।
জদী পুন্য খাটে পাপ বাড়ে এক রতী।
নরকের দুত জায়া ধরে সিগ্র গতী ।।
অগ্নীদড়ী দিয়া বান্ধে উলটীয়া টাঙ্গে।
নরকে প্রহার করে আগুনের ডাঙ্গে ।।
অন্যের জীবন জেবা বধে বল করি।
পর দ্রৈব্য পরধন হরে পরনারি ।।
আপনা আপনি বধে আপনার প্রান।
ছুরি বা কাটারি মারে বিস করে পান ।।
জলে ঝাম্প দিয়া মরে গলে দেয় দড়ী।
ইহার জন্ত্রনা আতী হবে বড়া বড়ী ।।
অভক্ষ ভক্ষণ করে জে খাইতে মানা।
না জানে নামাজ রোজা মুরসিদ ভজনা ।।
পীতা মাতা পীর ওস্তাদ না মানে গরবে।
অন্ত কালে লঙ্ক বাসী হইব এসবে ।।
কেষ হেন সাকো তার খুর জেন ধার।
দোজখের উপর আছে ভিস্তে জাইবার ।।
পুন্যবান পার হয়া জাইব বিরাজে।
গড়ীয়া পড়ীব পাপী দোজখের মাঝে ।।
দোজখ অগ্নীর কুণ্ড কী দিব উপমা।
সত্য যুগে পৈলে তার নাহী পায় সিমা ।।

ষুনহ তাহার কথা জেমত গহীন।
বশী আছে নবি জাব্রাইল একদিন।।
সেইকালে সব্দ হৈল মহা ভয়ঙ্কর।
ত্রিভুবন কাম্পে তার ডরে থর থর।
জাবরিল . . . . হৈল চমৎকার হয়া।
তাহাকে জীঙ্গাষে নবি কহ প্রান ভায়া।।
খোদার ফিরিস্তা তুমি জান পূর্ব্বাপর।
কীসের এ সব্দ হৈল মহা ভয়ঙ্কর।
জীব্রাইল বোলে নবি ষুনহ কারণ।
জে দিন আদম পূর্ব্ব হইল শ্রীজন।।
দোজখের চুড়া এক সেহী দিন ভাঙ্গী।
দোজখে পড়িয়া ছীল খোদার কী ভঙ্গী।।
পড়িতে ২ এত দিনান্তরে সেই।
নরকে ঠেকীল জায়া নাম তার গই।।
আদম জন্মিল পূর্ব্ব তুমি কলিকালে।
এতদিনে চুড়া জায়া ঠেকে গই তলে।।
সেহী এহী সব্দ হৈল গইয়েতে পড়ীয়া।
নানান আজাব আছে তাহাতে ভরিয়া।।
সেই ওজরে ধর্ম্ম কর্ম্ম না করে জে নর।
তাহাকে ফেলিব সেহী গইএর ভিতর।।
নানান আজাব তাথে বিসম জন্ত্রন।
বিপরিত সব্দে নর করিব রোদন।।
নরকের দুত দেখি তাহার দুর্গতী।
পুছীব তোমরা লোক কোন কুল জাতি।।
কোন যুগে জন্মিয়াছ কাহার উম্মত।
কোন অপরাদে হৈল তোমার দুর্গত।।
ষুনিয়া তাহার কথা নারকী সকল।
কান্দীতে লাগী আতি করি কোলাহল।।
জে যুগে জাহার ধর্ম্ম কহীব বৃতান্ত।
নবির উম্মত তাথে কান্দিয়া নিতান্ত।।
কহিব কলিতে জর্ম্ম হইব আমার।
পেগাম্বর আছে নাম বিম্বরিল তার।।
কোরাণ পাইল সেহী সভার ইমাম।
পাপ করি মুখে না আইসে পুন্যনাম।।
তকারনে পাই দুখ পড়িয়া দোজখে।
স্বরন করিতে নাম না আইষে মুখে।।
নরকের দুত ষুনি এ সব বচন।
নবির সাক্ষাতে চলি জাইব তখন।।
খোদার কুরসি আছে আরসের তলে।
তথাতে বশীয়া নবি সশী জেন জলে।।
সেহীত কুরসি খান বিচিত্র নির্ম্মান।
এতিন ভুবনে নহে তাহার সমান।।
সর্গ মর্ত্ত রসাতল করি একাক্রম।
দির্ঘে প্রস্তে তভু তার নহে সমাসম।।

সেহী স্তানে মহাম্মদ থাকীব বশীয়া।
তাহার সমাজে যত আউলিয়া আম্বিয়া ॥
গগন মণ্ডলে জেন নৈক্ষেত্র বেষ্টীত।
এমতী বসিয়া সব নবির সহিত॥
হেন কালে নরকের দুত জায়া তথা।
নবিকে কহীব উম্মতের দুখ কথা॥
তুমি নবি মহাম্মদ সংসারের সার।
দোজখে পুড়ীয়া মরে উম্মত তোম্মার॥
এ কথা যুনিতে মাত্র হজরত রছুল।
উম্মতী ২ বোলি হইব ব্যাকুল॥
হজরত আদম বহু খলিল খোদার।
মুছা ইছা আদী জত পেগাম্বর আরা॥
সকলের স্তানে নবি করিব মিনতী।
আমার উম্মত তোরা কর অব্যাহতী॥
খোদার সাক্ষাতে জায়া করহ স্তবন।
উম্মতের পাপ মোর করাহ খণ্ডন॥
নবির বচন যুনি কহীব সভায়।
আমরা লজ্জাত আছি খোদার দর্গায়॥
বিধীর হুকুম মোরা লংঘিয়াছি সবে।
কোন লাজে আগে জায়া কী কহীব এবে॥
জগত প্রধান তুমি ইমাম আমার।
সভার উম্মত আজী তুমি কর পার॥
উৎপতী প্রলয় হেতু তোয়ার কারণ।
তুমি বিনে পার কে করিবে অন্যজন॥
নিশ্ঠুর যুনিয়া নবি সভার বচন।
উম্মতী ২ বোলি জাইব তখন॥
বিধীর সাক্ষাতে জায়া করিব মিনতী।
আমার ‥ ‥ কর উম্মতের গতী॥
পীতা মাতা দুই নাতী সংসারের মাঝে।
ছাড়িলো তাহার দয়া উম্মতের কাজে॥
হেন সে উম্মত মোর পায় মহাতাপ।
না সহে আমার প্রাণ ক্ষেমা দেহ পাপ॥
এথাতে রহীল কথা লা কহীল আর।
পুস্তক বাহুল্য হয় লেখিলে তাহার॥
নবির সাফাতে তবে পায়া অব্যহতী।
ভিস্তেত জাইব সবে নবির সংহতী॥
ভিস্ত যুখ ভোগ বিধী দিব জনে ২।
আনন্দে থাকীব আপনার স্তানে ২॥
মৃত্যুকে করিয়া জবো খাওাবে সভাক।
আর জেন মৃত্যু কভু না হয় কাহাক॥
ইমানের সাত ছিপ্ত হৈল সমাধান।
জেনা জানে ইহাকে সে নহে মছলমান॥
মনুষ না বোলি তাখে সাস্ত্রে হেন লেখে।
পড়ীতে না জান জদী যুন গুরু মুখে॥

স্ত্রি পুরুষ জে না জানে ছিফত ইমান।
বিভা করাইতে দুহে অনোচীত জান॥
জদী জবো করে সেহী হালাল না হয়।
মরা হেন জান তাখে কহিলো নিশ্চয়॥
ইমান জাহাক বোলে ষুন সর্ব্বজনে।
মুখে জে বচন কহে দিড় রাখে মনে॥
ইহাকে ইমান বোলে আর কীছু নয়।
এহিষে পরম ধন সংসারের হয়॥
ইমান জাহার নাহী সেহী বেইমান।
একুলে ওকুলে তার নাহী পরিত্রান॥
হেয়াত মামুদে কহে ষুন সর্ব্বজন।
রাখিবা এ সব কথা করিয়া স্বরণ॥

ষুন ভাই মছলমান হিতজ্ঞান বানি।
দ্বাদষ ওজীব আছে তাখে সেহ জানি॥
একেত পড়ীবে ছুরে কাহেহান মাঝে।
দুতীয়ে দিগরছুরে তাহার সমাজে।
ত্রিতিয়ে কেরাত পড়ে ইমাম জখন॥
তাহার তাবিল করে উচীতে জেমন॥
চতুর্ত্ত সহুদ আহিয়াত পড়য়।
এ দুই মহলে জেন বিধান আছয়॥
পঞ্চমে বশীতে হয় নামাজের মাঝে।
তিন কাবা চারি জথা রেকাত সমাজে॥
সপ্টমে ·· ·· ·· ·· ·· ।
কদাচীতে দড়বড়ী না করে তাহাতে॥
সপ্তমে বশীয়া জথা সলাম ফিরায়।
তথাতে অন্যত্র হয়া নমাজে দাড়ায়॥
অষ্টমে পড়িবে দোয়া ·· ·· বিতরে।
জে তিন রেকাত আছে আয়সার ভিতরে॥
নবমেত কবির দুই ইদেন কহীবে।
জেমত বিধান তার জানিয়া পড়িবে॥
দশমে পড়িবে ওজু করিয়া কেরাত।
ফজর মগরিব আর সময় আয়সাত॥
একাদষে ধীর করি পড় নিজ মনে।
জোহর আছরে জেন কেহ নাহী ষুনে॥
দ্বাদষে করিবে এক রেকাত পড়িতে।
এ দুই সষুদ পুনঃ পুন বিধীমতে॥
ণমাজের মাঝে এহি দ্বাদষ ওাজীব।
হেয়াত মামুদে কহে ষুন সর্ব্বজীব॥

ষুন ভাই মছলমান এমন চীতে।
দ্বাদস ·· ·· আছে নমাজ পড়ীতে॥
একে দুই হস্ত তোলে নিয়ত নমাজে।
দুতীয়ে নাভির তলে বাখে হাতান্দাজে॥

ত্রিতিয়ে আওুজ কহে সৈতান কারণ।
চতুর্থে বিছমিল্যা পড়ে তামাম তখন।।
পঞ্চমে তামাম পড়ে আয়ত ছোভান।
সষ্টমে আমীন কহে জেমত বিধান।।
সপ্তমে তকবির পড়ে রূকুর সময়।
অষ্টমে আয়ত হয়ে আল্ল্যা সব কয়।।
নবমে রহবলা কহে জথাতে আখের।
দশমে তসবী কহে রূজু সমুদের।।
একাদষে দরূদ পড়িবে বিধীমতে।
দ্বাদসে পড়িবে দোয়া মাছুরা সমপ্তে।।
দ্বাদষ ছুরত এহি নমাজে জানিবে।
হেয়াত মামুদে কহে ষুন আর তবে।।

অজুর ছুরত ভাই কর অবধান।
জানিতে উচীত হয় জেবা মছলমান।।
বিছমিল্লা হিল্লালি পূর্ব্ব সমাধান কয়।
মগরা হইতে তবে দুই হস্ত ধোয়।।
দস্তান করিয়া পানি দিবে মুখে নাকে।
প্রতী অঙ্গে তিনবার দিবে একে একে।।
এহী মতে হস্তপদ ধোয় পুনর্ব্বার।
দাড়ী অঙ্গুলি খিলল করে তিনবার।
অজুর নিয়ত খানি পূর্ব্ব করে স্তির।
জলে হস্ত ধুয়া মছে করে সর্ব্বসির।।
সেহী জলে দুই কর্ন্য মোছে পুনর্ব্বার।
স্থানে ২ পাখালিবে জেমত বেভার।।
ঘুপাইতে নারে জেন জে অঙ্গ পাখালে।।
অজুর ছুরত ভাই এহী সবে বোলে।।
প্রতী অঙ্গ ডাহীন হইতে সব ধোয়।
কন্ধ মছে করে তাখে মস্ত হয় কয়।।
ইমাম আজম এহি করিল আদেষ।
অজু ভঙ্গ হয় জাথে ষুন তার লেষ।।
.. .. বিনে মুখে জে নিকলে।
অঙ্গ দিয়া অপবিত্র জদী তহে গলে।।
লঘি পরাক্রমে করে ষুয়া নিদ্রা জার।
অজু ভঙ্গ হয় তবে এগাব দফায়।।
আর অঙ্গ ভঙ্গ হয় অশেষ প্রকারে।
জানিয়া লইবা কত লেখিব তাহারে।।
গোছলের কথা এবে ষুনহ সভায়।
এ পঞ্চ গোছল কৈল ফরজ খোদায়।।
জদী বিজ্যপাত হয় মদন তরঙ্গে।
চেতনে ষুরতী ভুঞ্জে কামনীর সঙ্গে।।
সপন সঙ্গমে কীবা হয় বিজ্যপাত।
গোছল ফরজ হয় এতিন দফাত।।

রিতুবতী প্রসবতী জেবা নারি হয়।
তাহার নিয়ম ষুন সাস্ত্রে হেন কয়॥
রিতুর নিয়ম জান তিন দিবারাতি।
কার পঞ্চ সাত করে দস] দিবা রাতি॥
দস দিনাধীক জদী রক্ত বহে তাতে।
রোগ জনমিল তবে খাই তার হাতে॥
প্রসবতী নারির নিকাষ তাখে কয়।
চল্লিষ দিবস তার রক্ত .. .. বয়॥
চল্লিষের মাঝে কার হয় রক্তনাষ।
চল্লিষে কাহার পড়ে সে নহে নিফাষ॥
সময় নিয়ম কালে জার জেবা নিত।
ফরজ গোছল নারি করিতে উচীত॥
তবে সে তাহার হাথে খাই অনুজল।
ফরজ জানহ সবে এ পঞ্চ গোছল॥
লঘির অগ্রতে কাবা লঘির পশ্চাত।
রতী দুই রতী জদী বিজ্য হয় পাত॥
সপন সঙ্গমে জদি চন্দ্র নাহি টলে।
গোছল ফরজ নহে এ তিন মহলে॥
জদী বিজ্য বিচলিত হয় নিজ স্তান।
ঝরিয়া পড়ে তভু সর্ত্ত হয় স্নান॥
সবনে চেতনে কেহ জদী ভুক্ষে রতী।
কদাচ না খাই কীচু তাহার সংহতি॥
জে নলে তামাকু সেহী খায় অপবিত্রে।
সে নল না দেই মুখে কহে হেন সাস্ত্রে॥
কেহ জদী অবিচারে সেহী নলে খায়।
সমান হইল তবে গোছল .. ..॥
আর কথা ষুন ভাই মমীন সকল।
নবির .. .. জান এ পঞ্চ গোছল॥
একে জুমাবারে স্নান করিবে নমাজে।
দুই ঈদে দুই স্নান বৎসরের মাঝে॥
চতুর্থে করিবে স্নান মনের হরিষে।
চান্দের নবমি তিথী আরফা দিবসে॥
পঞ্চমে করিবে স্নান পবিত্র বদন।
এহেরাম বান্ধে জবে হর্জ্জের কারণ॥
এ পঞ্চ গোছল জান নবির .. ..।
আর দুই স্নান আছে ওাজীব এমত॥
একেত গোছল দিবে মরাকে জতনে।
গরম করিয়া পানি লবিল বাসনে॥
দুতীয়ে জে হেন্দু করে আসত জখন।
মছলমান করে জদী ধরিয়া তখন॥
তাহাকে গোছল দিয়া কলমা পড়াবে।
এই দুই গোছল লেখে ওাজীব কীতাবে॥
অসত না করি জেবা হয় মছলমান।
তাহাকে গোছল করা মস্ত হব জান॥

হেয়াত মামুদে কহে কী জানি অদমে।
এ সব আদেস কৈল ইমাম আজমে।।

ষুন ভাই মছলমান বিধীর বিধান।
জানিতে উচীত হয় জেবা মছলমান।।
অল্প ২ কহি আমি বাছীয়া ২।
জানিতে জবা সেহী সভাকে লাগীয়া।।
বৃষ্টজল গঙ্গা জল ঝিল বিল খাড়ী।
জদী কোন অপবিত্র থাকে তাথে পড়ী।।
সেহী জন্যে বাসবা বরন থাকে ফিরি।
তথাপী সে জল দিয়া ওজু স্নান করি।।
শ্রোতী জলে অপবিত্র জদী পড়ী বয়।
সেহ জলে অজু স্নান নিসেদ না হয়।।
জে পানির শ্রোত নাহী হয় অল্পস্তান।
চতুদ্দীগে দসগজ না হয় সমান।।
তাথে জদী অপবিত্র পড়ীয়া থাকয়।
সে পানিতে ওজু স্নান উচীত না হয়।।
জদী বা না পড়ে কীছু ফিরয় বরন।
তথাপী সে জলে না করিবে আচরণ।।
হাথে পানি তোলে কীবা কুপে কেহ নামে।
সে পানি নাপাক হয় এহি দুই ক্রমে।।
তুলিয়া ফেলাই তার বিস ভাণ্ড জল।
এমত আদেস কৈল ইমাম সকল।।
জেমন মাকড় মহস মোসা আর আর।
পানিতে পড়ীয়া মরে রক্ত নাহী জার।।
নাপাক না হয় পানি এসব মরনে।
নিসেদ নাহীক তার পালি আচরনে।।
মুস বা মুসের মান কুপে জে মরয়।
বিস ভাণ্ড পানি তার ফেলাইতে হয়।
পঙ্খধারী আদী জত কুপে মরে জবে।
চল্লিষ বাসন পানি তুলিয়া ফেলাবে।।
বিড়াল বিড়ালমান জেবা মরে কুপে।
ষাট্যি ভাণ্ড পানি তার ফেলাবে সরূপে।।
মনুষ্য কুকুর কীবা মরয় ছাগল।
তুলিয়া ফেলাবে সে কুপের সব জল।
সকল তুলিতে জদী কদাচ না পারে।
দুই তিন সত ভাণ্ড ফেলাবে তারে।।
তবে সে কুপের পানি হয় ষুর্দ্ধ পাক।
জেমন জাহার নিত কহীল তোমাক।।
হেয়াত মামুদে কহে কী জানি অধমে।
এ মত আদেস কৈল ইমাম আজমে।।

ষুন ভাই মছলমান হিতজ্ঞান বানি।
অল্প ২ কহী আমী দিনের কাহীনি।।

রজনী দিবসে লিখি পড়হ নমাজ।
তবে সে পাইবা ভাই নবির সমাজ।।
পঞ্চ অক্ত বিনে সেহী নহে সর্ব্বক্ষন।
হেন কর্ম্ম হেলায় না কর কী কারন।।
জে জন এ পঞ্চ কর্ম্ম করে দিবারাত।
নিশ্চয় পাইব সেহী নবির সফাত।।
নমাজের পঞ্চ গুন বিসেষ মহীমা।
কতেক লেখিব সেহী নাহী তার সিমা।।
পঞ্চ বেলা জেবা জন নমাজ পড়য়।
তবির নিদান সেহী এ পঞ্চ সময়।।
একে ত মৃত্যুর কালে নাহী তার ভয়।
জখন মারিয়া প্রান জমদুতে লয়।।
দুতীয়ে পুছিবে জবে .. .. ..
তাহাতে উর্ত্তর দিবে মনে হয়া স্তির।।
ত্রিতীয়ে বিসম রৈদ্র হবে অন্ত কালে।
তাহাতে পাইব ছায়া আরসের তলে।।
চতুর্থে তাহার হাথে পড়িবে উড়ীয়া।
আমলের পত্রখানি পড়ীব দেখিয়া।।
পঞ্চমে কেসের সাকো খুরকের ধার।
তাহাতে হইব জেন মনরথ পার।।
নমাজের এহিগুন বিসেষ কারন।
কবির পড়িতে তাথে কহিছে কেমন।।
কবির ফকীর ছিল সংসারে বিদিত।
জগন্নাথে জার কাঞ্চী আছে অদ্যাপীত।।
পুরুস উত্তম সেহী ছিল জোলাজাতি।
নমাজ পড়ীতে কহে জোলাকে এমতী।।
ষুন ভাই জোলা তোরা হয়া সাবধান।
চারি সৈয়াতানিবিস প্রত্তুস বিহান।।
ত্রিতীয়া প্রহর দিন হইব জখন।
বার সৈয়া তালি বিস করিয়া জতন।।
গগনে জখন রহে দণ্ড দুই বেলা।
আট সৈয়াতানি তাথে বিন ভাই জোলা।।
পুনরূপী বিনো সিগ্র প্রথম সন্ধাত।
সাত সৈয়াতানি খান ব্যাজ নাহী গত।।
রজনীতে দিন আর সোক্র সৈয়াতানি।
তবে সে পাইবা ভাই কাপড়ের বানি।।
কবির কহীল হেন নমাজ পড়ীতে।
আমী জে এখন বোলি ষুন এক চীতে।।
জদী সখী হও তুমি স্বামীর দুলাল।
চারি বেষ ধর তুমি বিহানে সকাল।।
পুনরূপী হয় জবে ত্রিতিয়া প্রহর।
বার বেস ধর তুমি স্বামির গোচর।।
সেষ দুই দণ্ড বোলি রহীব জখন।
আট বেস ধর তবে আতী ষুসোভন।।

প্রথম সন্ধাত জবে ডুবে দিবাকর।
স্বামীর অগ্রতে তবে সপ্ত বেস ধর।।
রজনীতে সোক্র বেষ ধর নালে নাল।
তবে সে হইবা সখি স্বামীর দুলাল।।
পরিতোষ কর স্বামী চরণ সেবিয়া।
সদায় সমুখে রহ এবেষ ধরিয়া।।
তবে সে বাড়িব ভাব বিসেষ পীরিতী।
সদয় হইব স্বামি অতী তোমা প্রতী।।
হেয়াত মামুদে কহে কবির নন্দন।
এ সব বেসের কথা ষুনহ এখন।।

ফজরে পড়িবে ভাই এ চারি রেকাত।
ছুন্নত ফরজ আছে জেমন তাহাত।।
জোহর সময় পুন দ্বাদষ রেকাত।
পড়ীবে ফরজ আদী জে আছে তাহাত।।
আছর সময় পুনঃ অষ্টম রেকাত।
ছুন্নত ফরজ মাত্র আছে দুই তাত।।
মাগরিব কালে আর সপ্তম রেকাত।
পড়ীবে তাহাকে সিগ্র প্রথম সন্ধাত।।
এসার সময় পুন সতর রেকাত।
তাহাকে পড়িয়া তবে ষুইবে সজ্জাত।।
এহিত নমাজ জেবা পড়ে পঞ্চোখাত।
খোদার করম তাখে নবির সফাত।।
পঞ্চ অক্ত নমাজের ততেক রেকাত।
অষ্টাধীক চারি দস হইল কুল্লাত।।
সতর ফরজ তার তিন ওাজীবাত।
বিংসতী ছুন্নত আর আট নফলিয়াত।।
বন্দগীর গোড়া এহী নমাজ চনাত।
মুরশীদ ভজায়া বুঝ কাইমিম জাত।।
এক জাত বিনে আর সকলি ছিফাত।
বুঝিলে জাতের মর্ম্ম আর নাহী বাত।।
জদী মন দেহ সেহী জাত অজপাত।
আপন বিনা কৈলে মিসাইবে তাত।।
ফারসির কথা সব আনিয়া বাঙ্গালাত।
পদবন্ধ করি কহে মামুদ হেয়াত।।

হিতজ্ঞান বানি ভাই ষুন সর্ব্বজন।
মছলমান হয়া পুজা না কর কখন।।
ভুত প্রেত পুজে জেবা মছলমান হয়া।
মহাপাপী হয় সেহী ইমান হারায়া।।
আছুক পুজার জদী মন কল্প করে।
নর্ক বাশী হইব সেহী খোদায় কহরে।।
ইষ্টমিত্র আদী জদী পুজে আর কেউ।
নিসেদ না করে তাখে পুজীবার দেউ।।

মহাপাপী হয় সিহ হুকুম খোদার।
একালে ওকালে গতী নাহীক তাহার।।
নিসেদ না মানে জেবা পাপ দুরাচার।
অবষ্যে দুর্গতী আছে দোজখে তাহার।।
খাইতে নিসেদ জেহী কীতাব কোরানে।
তাহাকে জন্বপী কেহ খায় মছলমানে।।
অভক্ষ ভক্ষণ তার হইব নিদান।
দোজখে পাইব তার বিবিধ বিধান।।
পর ধন পরনারি হরে জেবা জন।
হরিয়া ছলিয়া খায় ধর্ম্মে নাহী মন।।
পরঘাতি আত্মঘাতি হয় মন্দো কারি।
হালাল হারাম কিছু না খায় বিচারি।।
মিথ্যা ন্যায় করে কার মিথ্যা দেয় সাখি।
সর্ব্বত্র এ সব লোক হইব দোজখি।
জানিঞা উচীত সাখি জেবা নাহী দেয়।।
মহাপাপী হয় সিহ কোরানে লিখয়।
এ পীর মুরসিদ ভজী জদী তোবা করে।।
তবে সে এ সব পাপ খণ্ডীব তাহারে।
তোবা নাহী করে জেবা মুরসিদ না সেবে।
নিদান মুরসীদ তার সৈতান হইবে।।
কতেক লেখিব আমী এ সব কথন।
কীতাব কোরানে আছে সব বিবরণ।।
তাহাতে জানিয়া সবে হও সাবধান।
আগে সরিয়ত পাছে তরিকত জান।।
সরিয়ত নৌকা তরিকতের কাণ্ডার।
হকাকত দরিয়া ও মারেফত পার।।
নৌকা বিনে সমুদ্র তরিতে কীবা পারে।
নৌকা নাহী কাণ্ডারি কেমনে পার করে।।
হেন সরিয়তে ভাই আগে স্থির হও।
তরিকত লয়া পাছে হকাকতে ধাও।।
তবে সে করিব পার মুরসিদ কাণ্ডারি।
হেন সে মুরসিদ ওজু হয় মর্ম্মকারি।।
সেহী সে কহিতে পারে মুল মন্ত্র দিষ।
কেনা জানে কী কাহীব পথের উদ্দীস।।
সেহী সমাচার এবে ষুন সব ভাই।
জে কথা জানিয়া নিবা মুরসিদের ঠাই।।
হেয়াত মামুদে কহে কবির নন্দন।
মুরসিদ ভজীয়া বুঝ এ সব কারন।।

বরজখ বুঝিয়া নেহ এজাত ছিফাত।
সদ্য মদ্য তহত ফৌক জে অর্থ জাহাত।।
ছগীরা কবিরা মহবুবা মহমুদা।
এহী চারি বরজখ কহে মুরসিদা।।
তাহাতে কেবল দুই সার করি জান।

মনেত ধিয়াও নিথী জেমত বিধান ॥
দসহরফ ফকারির কহে হকীকতে।
কয় হরফে সেহী দস হইল কীমতে ॥
ত্রিসের ভিতর বিনে নহে সে বাহীর।
অন্য মতে কহে জদী সে হয় কাফির ॥
সরিয়তে আর কয় হরফ ষুমারে ॥
ইহাকে ভেদীয়া বুঝ মুরসিদের তরে ॥
এক হৈতে অনন্ত অনন্ত হৈতে এক।
বিচার করিয়া দেখ জে এক সে এক ॥
একাধীক নাহী আর ষুন্য পরতেক।
আকাষে পাতালে সেহী লাগীয়াছে ঠেক ॥
আপন পুজীলে নাহী পুজীবার দেউ।
আপন চালিলে নাহি চালিবার কেউ ॥
মুরসিদ ভজীয়া তর্ত্ত জানহ ইহার।
কোন রূপে ছিল পুর্ব্বনাথ নৈরাকার ॥
জখন শ্রীজন হার কীছু না শ্রীজীল।
আরস কুরূসি লহ কলম না ছীল ॥
না ছীল গগন মহী সপ্ত দ্বিপা পৃথি।
একাল বিকাল না আছীল স্তান স্তিতী ॥
না ছীল ফিরিস্তা পরি বৃক্ষ আর ছায়া।
না ছীল উজ্বল যতী অগ্নী আদী লয়া ॥
রবি সশী না ছিল তারাগণ।
না ছিল আপদ জন্য এ তিন ভুবন ॥
এসব কীছুই পূর্ব্ব না ছিল সরূপে।
সয়ানের সার সেবে ছিল কোন রূপে ॥
কোন রূপে কোথা ছিল কী নাম তাহার।
কোন সব্দ তখন হয়াছে তথাকার ॥
সেহীত প্রেমের কোঠা এবে আছে কোথা।
মুরসিদ ভজীয়া বুঝ হেন পুর্ব্ব কথা ॥
কোন সব্দে ত্রিভুবন কৈল উপদান।
কোন সব্দে বিনাশীব এ সব নিদান ॥
গুরূর সদনে ষুন এ দুই বচন।
হেয়াত মামুদে কহে কবির নন্দন ॥

প্রথম শ্রীজল হার থাকী নিজপুরে।
শ্রীষ্টের পর্ত্তন কৈল আপনার নুরে ॥
খোদার আরস আছে এখন জথাত।
তারা আদী এক লোক শ্রীজীল তথাত ॥
সে সব না জানিল সেবিতে নিরাঞ্জন।
কহর অগ্নীতে সব করিল দাহন ॥
পুনরূপী আর শ্রষ্ট করিল পর্ত্তন।
সিহ লোক কাফীর হইব জনে জন ॥
কোপ করি বিনাশীল পুনশ্চ তাহারে।
আপনে জাগিঞা তবে কোন কর্ম্ম করে ॥

শ্রীজীয়া এ সব লোক নাহী কোন কাজ।
না জানে প্রেমের মর্ম্ম আমার সমাজ॥
একেক ভবিয়া কৈল অভাগ্য সভাক।
জাতের মহীমা কীছু না ছিল তাহাক॥
কহিতে লাগীল তবে জগতের নাথে।
হেন এক শ্রীজী আমী আপনার জাতে॥
সে জেন আমার হয় আমী হই তার।
পরম মিতালি হয় তাহার আমার॥
পশ্চাতে শ্রীজীব আমি তাহাতে ‥।
কথো সক্রু কথো মিত্র ভরিয়া সংসার॥
সক্র মিত্র গেলে দুই হেন্দু মছলমান।
অর্ব্বুদ শ্রীজীব আমি বিবিধ বিধান॥
মিত্রকে আপন জানি সদয় হইব।
সক্রকে দুর্গতি করি দোজখে ফেলিব॥
করিব আমার সেবা সেহী মিত্রগনে।
আমা বিনে অন্য চীন্তা না করিব মনে॥
আমার জীকীর বিনে না করিব আর।
না কহীব কথা বিন কোরাণ আমার॥
এতেক ভাবিয়া তবে সয়ানের নাথে।
নুর আহাম্মদ শ্রীজে আপনার জাতে॥
আহাদ আছীল আল্লা পুর্ব্ব নিজ জাতে।
নুর আহামদ কৈল শ্রীজন তাহাতে॥
জখন শ্রীজীল মিম কমরে না ছীল।
তকারণে আর নাম তখন রাখিল॥
সে নামের মর্ম্ম এবে না পারি কহীতে।
আহামদ কৈল পাছে মিম দিয়া তাথে॥
এহিত মিমের মর্ম্ম আর্ব্বুদ আপার।
ত্রিভুন ডুবিয়াছে জাহার মাঝার॥
মুরশীদ ভজীয়া তর্ত্ত জানহ ইহার।
কোন স্থানে আহাদ রহিল পুনর্ব্বার॥
তল মহাম্মদী বোলী কহে সর্ব্বজনে।
এহীতন মহাম্মদী হইল জেমনে॥
আদম আর নবি পুর্ব্ব হয়াছ বিসেষ।
নবি মহম্মদ হইল সকলের সেষ॥
আর কার নামে তল না বোলায় কেনে।
এ তন মহাম্মদী বোলি কহেকী কারনে॥
বুঝহ ইহার মর্ম্ম মুরশীদের স্তান।
আপনার তলে চান জাতের ভারথি॥
রেছালার কথা লয়া বিরচান পুথী॥

তদান্তরে শ্রষ্টপতী নাথ নৈরাকার।
আহামদ হেতু শৃষ্ট করে পুনর্ব্বার॥
নুর রহমের নদী শ্রীজীল প্রথম।
তাহার পশ্চাতে শ্রীজে এ লহ কলম॥

আরস কুরূসি তবে করিল শ্রীজন।
বিহস্ত দোজখ পুন শ্রীজীল তখন॥
সর্গ মর্ত্ত রবি সশী আর তারাগণ।
ফিরিস্তা আদম আদী করিল শ্রীজন॥
তার পাছে দেব দৈত্য পনি চতুঃপদী।
একে ২ শ্রীজীল জতেক পক্ষী আদী॥
জলচর বনচর আর জত ইতি।
সকলি শ্রীজীল একে ২ শৃষ্টপতী॥
শ্রীজীল অনেক নদী নানা বর্ন্য জল।
কার মিষ্ট কার তিক্ত কাহার অম্বল॥
মিষ্টপানি ঘারা পানি আর বৃষ্টধারা।
রবী সশী প্রচলিত কৈল আর তারা॥
বার মাস সপ্ত দিন এ দণ্ড প্রহর।
শ্রীজীল রজনি দিবা পর্ব্বত শিখর॥
আব আতষ খাকবাদ করিল শ্রীজন।
আপদ বিপদ আদী জত জন্য গন॥
এ চীজ না আদী হালাল হারাম।
জতেক শ্রীজীল তার নাহী অবিশ্রাম॥
সপ্ত সর্গ লয়া আর সপ্ত বষুমতী।
ইহার ভিতর আছে জত নানা জাতি॥
সকলি শ্রীজীল নাথ আপনার জাতে।
নূর আহামদ লয়া রখিল গোপতে॥
সকলি শ্রীজল বিধী না শ্রীজীল কালি।
ইমান তাহার পর আলি কানা আলি॥